দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২-৬

AUG 04 2002

তদন্ত কমিশনে ওসি লুৎফর রহমান

ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশে শামসুন্নাহার হলে যাই

ইত্তেফাক রিপোর্ট । বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম হাজির হয়েছিলেন। তারা দু'টি লিখিত জবানবন্দি জমা দিয়েছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রক্টর নজরুল ইসলাম বলেছেন, আমরা পরিস্থিতির শিকার। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে যে শাস্তি আমাদের প্রাপ্য হবে মেনে নিব। আত্মপক্ষ সমর্থন করে পুলিশের ৮ সদস্য গতকাল জবানবন্দি দিয়েছেন। তারা সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করেছেন। রমনা থানার তৎকালীন ওসি লুৎফর রহমান তার সাক্ষ্যে বলেছেন, শামসুন্নাহার হলে গিয়ে আমি নিজেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। (২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

সাক্ষ্যদানের আগে দুই পুলিশ কর্মকর্তা —ইত্তেফাক

ঊর্ধ্বতন পুলিশ

(প্রথম পৃঃ পর)

ভোর ৪টায় মুক্ত হই। হলে কি হয়েছে আমি বলতে পারবো না। জানা গেছে, আগামীকাল হল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জবানবন্দি দিবেন। আজও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বাকী সদস্যদের জবানবন্দি গ্রহণ করা হবে। গতকাল যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা হলেনঃ সহকারী পুলিশ কমিশনার মনজুর মোর্শেদ, রমনা থানার তৎকালীন ওসি লুৎফর রহমান, আমর্ড পুলিশের পরিদর্শক আনোয়ার হোসেন, সুবেদার আলাল উদ্দিন, এএসআই নুরুল হক, রমনা থানার সাব-ইন্সপেক্টর তোফাজ্জল, সাত্তার ও রোকেয়া বেগম। বিচারপতি তাফাজ্জুল ইসলাম গতকাল পঞ্চম দিনের মতো কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

ওসি লুৎফর রহমান তার সাক্ষ্যে বলেন, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশে শামসুন্নাহার হলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি এসি বাশারসহ কয়েকজন পুলিশ হলের বাইরে অবস্থান করছেন। হল গেটে উপস্থিত সহকারী প্রক্টর জানান, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীরা ২৩৫ নম্বর কক্ষ ভাংচুর করেছে। কয়েকজনকে মারধর করেছে। বুয়েট ছাত্রী সনি হত্যার পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ডিউটি করে। আমরা প্রথমে হলে ঢুকতে চাইনি। শিক্ষকদের অনুরোধে ভিতরে যাই। ভিতরে যাওয়ার আগে মহিলা পুলিশ খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয়। সামনে-পিছনে ১০ জন মহিলা পুলিশ, সহকারী প্রক্টর এবং অন্যান্য শিক্ষকের সাথে নিয়ে আমি সাব-ইন্সপেক্টর রোকেয়া, পিআই হামিদ ও সাব-ইন্সপেক্টর সাত্তার দু'তলায় ২৩৫ নং রুমের দিকে যাই। ওই রুমে ছাত্রদলের মেয়েরা অবরুদ্ধ ছিলো। আমরা সেখানেই গিয়ে আটকা পড়ি।

ওসি লুৎফর বলেন, ছাত্রীরা আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে, তারা সিঁড়ি ও বারান্দায় অবস্থান নেয়। নিচে প্রচণ্ড হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিলো। ছাত্রীদের চিৎকার-চেঁচামেচির এত আওয়াজ ছিলো— কে কি বলছে তা বুঝার উপায় ছিলো না। কেউ কেউ দরজার গ্লাস ভাংচুর করে। হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি নিয়ে বিকট শব্দ করতে থাকে। তিনি বলেন, উত্তেজিত ছাত্রীদের শান্ত করতে দু'দফা ৪০ জন মহিলা পুলিশ হলে পাঠানো হয়। উত্তেজিত ছাত্রীরা ২৩৫ নং রুমে অবস্থানরত ছাত্রদলের মেয়েদের হল থেকে বের করে দেয়ার দাবী জানায়। একপর্যায়ে তারা ২৩৫ নং রুমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে মহিলা পুলিশ বাধা দেয়। মহিলা পুলিশ ১৮ জন ছাত্রীকে আটক করে। ভোর ৪টায় মেয়েরা সরে গেলে আমরা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হই। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ওসি লুৎফর রহমান বলেন, প্রতিবাদী মেয়েদের হাতে দা, বটি-এ ধরনের কোনকিছু ছিলো না। তবে স্টেনের মতো কিছু হাতে দেখেছি। যা দিয়ে তারা জানালার গ্লাস ভেঙেছে। তিনি আরো বলেন, ৩/৪ জন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ছাড়া হলের ভিতরে কোন পুরুষ পুলিশ ঢুকেনি। পুলিশ কাউকে মারধর বা অশোভন কোন আচরণ করেনি।

২৩ জুলাই রাতে রমনা থানার ডিউটি অফিসার ছিলেন এসআই তোফাজ্জল। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, রাত ১১টায় জান্নাতুল কাননের এজাহার আমি গ্রহণ করি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মামলা রেকর্ড করি। সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন, বাদী ওইদিন নিজে থানায় এজাহার নিয়ে আসেনি। রমনা থানার এসআই সাত্তার শামসুন্নাহার হল থেকে এজাহারটি নিয়ে এসেছিলেন।

আর্মড পুলিশের ইন্সপেক্টর আনোয়ার, সুবেদার আলাল, নুরুল হক তাদের সাক্ষ্যে বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রাত আড়াইটায় ৩২ জন দাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। আমরা হলের নিরাপত্তা প্রাচীরের পূর্বপার্শ্বে অবস্থান নেই। এডিসি আবদুর রহিম আমাদের বলেন, হুকুম ছাড়া নড়াচড়া করবেন না। সকাল ৮টা পর্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম। আমাদের গ্রুপের কেউই হলের ভিতরে ঢুকেনি। এসি মঞ্জুর মোর্শেদ সাক্ষ্য দিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলেন, আমি কিছু বলবো না। উপরের নির্দেশ আছে। এদিকে শামিম আরা নীপা নামের এক ছাত্রী গতকাল তদন্ত কমিশনে হাজির হয়ে এক লিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছে।

তদন্ত কমিটিতে তথ্য আহ্বান